13934 - রোজাদারগণকে ‘রাইয়্যান’ নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে

প্রশ্ন

আমার স্বামী আমাকে ‘রদেোয়ান’ নামক দরজার সংবাদ দিয়েছেন; যে দরজাটি শুধু রমজান মাসে খোলা হয়। আমাকে আরও জানানো হয়েছে যে, যখন এ দরজাটি খোলা হয় তখন আল্লাহ এ দরজা দিয়ে সম্পদ ঢেলে দেন। আপনি যদি এ উক্তটিকে নিশ্চিত করতেন/স্পষ্ট করতেন এবং আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দিতেন; যাতে করে আমরা এ মাসয়ালাটি আরও ভালভাবে জানতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ করে দিয়েছেন এবং রোজাদারদের জন্য বিপুল সওয়াবের ওয়াদা করেছেন। রোজার প্রতিদান যেহেতু সুমহান তাই আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদানকে সুনির্দিষ্ট করেননি। হাদিসে কুদসিতে এসেছে- “রোজা আমার জন্য; আমিই রোজার প্রতিদান দিব।”

রমজান মাসের অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। এ ফজিলতের মধ্যে রয়েছে-

আল্লাহ তাআলা রোজাদারদের জন্য ‘রাইয়্যান’ নামক জান্নাতের দরজা প্রস্তুত রেখেছেন। বুখারি ও মুসলিমে সাহল (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে নামটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “জান্নাতের একটি দরজা আছে; যার নাম হচ্ছে- ‘রাইয়্যান’কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে শুধু রোজাদারগণ প্রবেশ করবে; অন্য কেউ নয়। এই বলে ডাকা হবে- রোজাদারগণ কোথায়? তখন রোজাদারগণ উঠে প্রবেশ করবে; অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তারা প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।” [সহিহ বুখারি (১৭৬৩) ও সহিহ মুসলিম (১৯৪৭)]

যে হাদিসগুলো রোজার ফজিলত বর্ণনা করে এর মধ্যে রয়েছে-

আবু সালামা (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনি আদমের প্রত্যেকটি আমল তারই; শুধু রোজা ছাড়া। রোজা আমার জন্য; আমিই এর প্রতিদান দিব। রোজা হচ্ছে- ঢালস্বরূপ।

যদেনি তমোদরে কউে রোজো রাখে সে যনে অশ্লীল কথা না বল, চেঁচোমচে িনা কর। যদ িকউে তাক েগাল িদয়ে সে যনে বল,
আম িরোজোদার। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে রয়ছে মুহাম্মদরে প্রাণ, রোজোদাররে মুখরে গন্ধ আল্লাহর নকিট মসিকরে
সুবাসরে চয়ে উত্তম। রোজোদাররে জন্য রয়ছে দুইট িখুশ।ি যখন রোজো ইফতার কর েতথা রোজো ভাঙ্গ েতখন একবার খুশ ি
হয়। আবার যখন তার রবরে সাক্ষাত পাব েতখন একবার খুশ িহব।"[সহহি বুখার ি(১৭৭১)]

দুই:

একথা সুবদিতি য, জান্নাতরে অনকে দরজা রয়ছে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "বসবাসরে বহু জান্নাত (বাগান)। তাত েতারা
প্রবশে করব এবং তাদরে সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানরো। ফরেশেতারা তাদরে কাছ আসব প্রত্যকে
দরজা দয়ি।"[সূরা আল-রাদ, আয়াত: ২৩] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: "যারা তাদরে পালনকর্তাক েভয় করত তাদরেকে
দলে দলে জান্নাতরে দকি েনয়ি েযাওয়া হব। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দয়ি েজান্নাত েপৌছাব এবং জান্নাতরে রক্ষীরা
তাদরেক েবলব, তমোদরে প্রত িসালাম, তমেরা সুখ েথাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসরে জন্য েতমেরা জান্নাত েপ্রবশে
কর।"[সূরা আল-যুমার, আয়াত: ৭৩]

সহহি হাদসি েজান্নাতরে আটট িদরজার কথা এসছে। সাহল বনি সাদ (রাঃ) বর্ণতি আছ য, তনি িনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ি
ওয়া সাল্লাম থকে বর্ণনা করনে য, তনি িবলনে: "জান্নাতরে আটট িদরজা রয়ছে। একট িদরজার নাম হচ্ছ- রাইয়্যান। এ
দরজা দয়ি েরোজোদারগণ ছাড়া আর কউে প্রবশে করব না।"[সহহি বুখার ি(৩০১৭)]

উবাদা (রাঃ) থকে বর্ণতি আছ েতনি িনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়া সাল্লাম থকে বর্ণনা করনে তনি িবলনে: "য ব্যক্ত ি
সাক্ষ্য দবি য, এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে; তাঁর কোন অংশীদার নইে। আরও সাক্ষ্য দবি য, মুহাম্মদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর বাণী যা মরয়িমরে
প্রত িঢলে েদয়িছেনে এবং তাঁর প্ররেতি রূহ। আরও সাক্ষ্য দবি য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য- আল্লাহ তাক েতার
আমলরে ভত্তিতি েজান্নাতরে আটট িদরজার য কোন একট িদরজা দয়ি েপ্রবশে করাবনে।[সহহি বুখার ি(৩১৮০) ও সহহি
মুসলমি (৪১)]

এ উম্মতরে উপর আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ য, তনি িরমজান মাস েএকট িনয়; জান্নাতরে সবগুলো দরজাখুল েদনে।
য ব্যক্ত িবলনে য, জান্নাতরে একট িদরজার নাম হচ্ছ- 'রদেোয়ান' তাক এই মর্ম েদললি পশে করত হব।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকে বর্ণতি তনি িবলনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়া সাল্লাম বলছেনে য, "যখন রমজান মাস
প্রবশে কর েতখন জান্নাতরে দরজাগুলো খুল দয়ো হয়; জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ কর দয়ো হয় এবং শয়তানগুলোকে
শকিলাবদ্ধ করা হয়।"[সহহি বুখার ি(৩০৩৫) ও সহহি মুসলমি (১৭৯৩)]

আল্লাহ তাআলা আমাদরেকে জান্নাতে প্রবশে করান। আমাদরে নবী মুহাম্মদরে উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।